JUN 03 2002

৭৭

কাপাসিয়ার মাদ্রাসা সুপারের কান্ড

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কালীগঞ্জ (গাজীপুর) সংবাদদাতা ॥ কাপাসিয়া উপজেলার বাখিয়া আবু মোড়ল দাখিল মাদ্রাসার মাওলানা মোহাম্মদ আলী আখন্দ অর্থ আত্ম-

(১২শ পৃ: দ্রঃ)

কাপাসিয়া মাদ্রাসা

(১১শ পৃ: পর)

সাতের উদ্দেশ্যে অভিনব জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে এখন ফেঁসে গেছেন। উক্ত সুপার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে শুরু করে আইন মন্ত্রণালয়ের পাবলিক সলিসিটর জেলা রেজিষ্টার ও ইউএনও'র স্বাক্ষর জাল করে শেষ পর্যন্ত নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে এখন আত্মগোপন করেছেন।

জানা যায়, উক্ত মাদ্রাসা সুপার উক্ত প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক কর্মচারীদের বেকায়দায় ফেলে অর্থ সংগ্রহ এবং আত্মসাতের উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অস্তিত্বহীন এবং সিনিয়র সহকারী সচিবের (প্রশাসন) নামে গত বছরের ৯ ডিসেম্বর এক ভুয়া আদেশ বলে সকল কর্মচারী ও শিক্ষকের বেতন-ভাতার সরকারী অংশ পরিশোধ স্থগিত করে দেন। উক্ত সুপার এরপর ক্ষতিগ্রস্তদের উপর আরোপিত মন্ত্রণালয়ের সে ভুয়া আদেশ প্রত্যাহারের অজুহাতে অর্থ সংগ্রহের পর একমাস যেতে না যেতেই গত ১২ই জানুয়ারী একইভাবে অস্তিত্বহীন উক্ত সিনিয়র সহকারী সচিব স্বাক্ষরিত অপর এক ভুয়া চিঠির আদেশ বলে স্থগিতকৃত বেতন-ভাতার সরকারী অংশ ছাড় করিয়ে আনেন। ঈদের জরুরী পরিস্থিতিতে সুপার মোহাম্মদ আলী মন্ত্রণালয়ের সেই ভুয়া ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে গত ১৮ ফেব্রুয়ারী কাপাসিয়া নির্বাহী অফিসারের অঙ্গীকারনামা প্রদান করে মাদ্রাসার বকেয়া বেতন ভাতা উত্তোলন করে বিলিবন্টনের মাধ্যমে চমক সৃষ্টি করেন। এ কৃতিত্ব অর্জনের একমাস পর গত ২৪ মার্চ সুপার মাওলানা মোহাম্মদ আলী কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মাদ্রাসার সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলামের স্বাক্ষর জাল করে অগ্রণী ব্যাংক থেকে যৌথ একাউন্টের ৩০ হাজার টাকা তুলে নিয়ে যায়। অবশ্য জালিয়াতী ধরা পড়ার পর টাকা ফেরত দেন। মাদ্রাসা সুপারের এহেন কাজে সন্দেহ হওয়ায় ইউএনও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়ে জানতে চান পূর্বাহ্ণে প্রদত্ত পত্র সম্পর্কে। গত ৭ মে সিনিয়য় সহকারী সচিব আখতারী বেগম স্বাক্ষরিত পত্রে জানান হয় যে, পূর্বের পত্রগুলো জাল। ঐ পত্রে এ সকল জাল-জালিয়াতির কারণে উক্ত মাদ্রাসা সুপারের বেতন-ভাতা স্থগিত করা হয়। এ ব্যাপারে কাপাসিয়ার ইউ এন ওর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি আরো জানান, জালিয়াতিতে সুদক্ষ এই মাদ্রাসা সুপার আইন মন্ত্রণালয়ের পাবলিক সলিসিটরের স্বাক্ষর জাল করে নিজেই ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার হয়েছেন। জেলা রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষর জাল করে আরেক জনকে কাজী হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেছেন বলেও তথ্য পাওয়া গেছে। সকল জালিয়াতি ফাঁস হয়ে যাবার পর তদন্ত শুরু হয়। তারপর থেকে উক্ত মাদ্রাসা সুপার আত্মগোপন করে আছেন বলে মাদ্রাসা পরিচালনা সূত্রে জানা গেছে।